



কুষ্টিয়ার আলোচিত স্কুলশিক্ষক পান্না ঢাকায় শ্রেফতার

নিম্নম্ন বাতী পরিবেশক

কুষ্টিয়ার সেই আলোচিত স্কুলশিক্ষক হেলাল উদ্দিন পান্না এগুয়ে পান্না মাস্টারকে শ্রেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। বাত্রখানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে গোববার ভোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া সেক্টরের সহকারী কমিশনার (এসি) আবু ইউনুস এ লসবর নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কুষ্টিয়ার কিছু ছাত্রী ও মাদ্রাসা অভিভাবকদের সঙ্গে অইবধ মেয়ামেশা করে এবং তার ভিত্তি ওচিত্তি ধারণ করে প্রকাশ করেন এই পান্না মাস্টার। এ ঘটনায় ঢাকায় : পৃষ্ঠা : ১০ ও ১১

ঢাকায় : শ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে কুষ্টিয়ার অসুন্দর মাদরাসিক বিনামাস্টারের গণিতের শিক্ষক হেলাল উদ্দিন পান্নারই চারজনকে আসন্নি করে গত ৭ জুলাই কুষ্টিয়া মহেশ ধলগায় একটি মাদরাসা করে পুলিশ। অসুন্দরকে একই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত বুধস্পতিবার মনিরুল ইসলাম ওরফে মনো মামের এক বাস্তবিক শ্রেফতার করে কারাগারে পঠায় কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশ। বাস্তবিক পপাতক হলেই, পান্না মাস্টার কুষ্টিয়া নদর উপজেলার হাটপ হরিপুর গ্রামে থাকতেন। স্কুল শিক্ষকতার সুবাদে পান্না ডিউশনি করতেন। সে শিক্ষকতার আড়ালে নানা কৌশলে ছাত্রদের অসুন্দর মাদ্রাসা সঙ্গে অইবধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ সম্পর্ক স্থাপনের সময় গোপনে ভিত্তি ও চিত্তি ধারণ করে। পরে এসব ভিত্তি ও চিত্তি বেধিতে দুর্ভোগীদের নানাভাবে ব্যাকনেইল করত পান্না। গত মাসে এক ছাত্রের এমন ভিত্তি ও চিত্তিধারণ করতে গেলেন তা অসুন্দর হলে যায়। এ নিয়ে গত ১০ জুন এই ছাত্রের আত্মীয়জন, এলাকাবাসী ও অসুন্দর মাদরাসিক হেলালকে মারধর করে। তাদেরই অন্য ঘটনোগোও প্রকাশ পর তার উদ্ধার হওয়া প্যান্টপ ও মোবাইল ফোন। পরে এসব ভিত্তি ওচিত্তি বহরে জড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, হার ৪-৫ বছর ধরে এ ধরনের প্রপতর্ন করে আসছিল পান্না। এসব ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পরই দুর্ভোগীদের অনেকেরই লোকসানকার তায় আহততার চেটা চলার।